সাপ্তাহিক সংখ্যা-১৪

নেট-ফড়িং

১০শেই ডিসেম্বর, ২০১৭, netphoring.com

লিখেছেন- শ্রীপর্ণা ঘোষ, স্বপন কুমার রায়, আলি মোস্তাফা, রাজা বৈদ্য, সুজন ডাকুয়া, সামিম জামান, মানবেন্দ্র চন্দ, সঞ্জয় সোম এবং অন্যান্য।

থাকছে- ধারাবাহিক লেখা, বই মেলায় আমরা ও আর্ট গ্যালারি।

চোখ রাখুন প্রতিটি পৃষ্ঠা জুড়েই নেট ফড়িং এর আনাগোনা.....

পথ চলা

শ্রীপর্ণা ঘোষ

জানতে জানতে পথ চলেছি
চলতে চলতে শেখা,
তোমার অপার সৃষ্টিতে যে
আমার হৃদয় বাঁধা।
ছোট্টো ছোট্টো সুখ দুঃখ
অল্প চোখের জল,
বাজায় কিনা মনোবীণা
সত্যি করে বল।

ভাল মন্দ আঁধার আলো
বাগান ভরা ফুল,
অরণ্য আর পাহাড়সারি
ভরা নদীর কূল।
চারপাশে সব ছড়িয়ে আছে
তোমার অরূপ সৃষ্টি,
দেখতে দেখতে পথ চলেছি
ছড়িয়ে দিয়ে দৃষ্টি।
আপন যে পর পর যে আপন
কেও কারো নয় বাঁধা,
সবার আপন তুমি যে নাথ

লাগাও চোখে ধাঁধাঁ।
পথের শেষ কি আর আসবে
কোথাও
যেথায় তোমার ঘর?
এ সংগ্রামের শেষে মাথা
পাতবো তোমার'পর ।

সময়ের ঘড়ি

স্বপন কুমার রায়

ঠিকানা বিহীন উড়ো চিঠি
অপরাহ্নের অলস সূর্য্যের যতো
ক্লান্ত,
আমি শুধু শুধু ডাকঘর খুঁজি
তালাবদ্ধ বিবেকের দ্বার ,
বৃথা অন্বেষণ মানবিকতার হৃদয়
নিংড়ে নেয় আমার শেষ সম্বল,
খাম বন্দী জীবন গুমরে কাঁদে।

চারিদিকে অট্টহাসি প্রতিধ্বনি
তোলে।
একটু একটু করে ক্ষয় হতে থাকে
জীবন রস।
বেঁধে দেওয়া সময়ের সাথে শুধু
পাঞ্জা লড়ে চলা |
সময়ের ঘড়িটাকে যায় না থামানো,
সমান্তরাল রেল লাইনের মতো
হেঁটে চলা -
মানুষ আর মানসিকতা ,
কেউ কারো হাত ধরতে চায় না।

খুঁজে কি পাবে ভালোবাসা ?

দিকে দিকে চিল শকুনির থাবা,

হিংসার ক্ষতে ক্ষতে অহর্নিশ হিংস্রতা।

গেয়ে যাওয়া 'শান্তির লালিত বাণী ব্যর্থ পরিহাস'।

প্রতি মুর্হূতে কোরাস কণ্ঠে চিয়ার্স তিয়ার্স !

আমার ঠিকানা বিহীন খাম,

তোমাদের হাতে পরে পৌঁছে যাবে শেষ ঠিকানা !!

বই মেলায় আমরা

আসন্ন কোচবিহার বইমেলায় নির্বাচিত কিছু লেখা নিয়ে আমরা বই মেলায় নেট ফড়িং এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে ব্রতী হয়েছি। যেসমস্ত লেখক-লেখিকা তাদের স্ব-রচিত ছড়া, অণু-গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছবি পাঠাতে চান তাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ আপনারা doc format এ বা whatsapp এ বাংলা তে টাইপ করে আপনাদের লেখা ও ছবি মেইল করুন

sealbikram9@gmail.com এবং bikubuku8@gmail.com এই mail ID তে অথবা whatsapp করুন এই নম্বরে- 7501403002 অথবা 9749814829

পাঠাবেন ১৫ই ডিসেম্বর এর মধ্যে। অনুগ্রহ করে ছবি তুলে কেউ লেখা পাঠাবেন না। লেখার সাথে লেখার শিরোনাম, লেখকের নাম, ফোন নম্বর থাকা বাঞ্ছনীয়।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য- বিশিষ্ট সাহিত্যিক-দের দ্বারা নির্বাচিত লেখাই কেবলমাত্র ছাপা হবে)

সৌজন্যে- টিম নেট ফড়িং

❖ নবীন-প্রজন্ম-এর লেখক, লেখিকাদের উৎসাহিত করার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুখোমুখি

সুজন ডাকুয়া

এসো মুখোমুখি হই আর একবার
আর নয় মৌন আহ্বান,
আজ আমি শাণিত তরবারির মত
তোমাকে করবো ক্ষত-বিক্ষত
দেখি তুমি কেমন করে
করে প্রত্যাখ্যান।
এসো মুখোমুখি হই আর একবার,

স্টেইনগানের গুলিতে গুলিতে
ঝাঁঝরা করো আমার বুক
যন্ত্রণা মিটুক.....
নৈঃশব্দ্যের সীমাহীন স্তব্ধতা
একাকীত্বের হাহাকার শূণ্যতা,
এসো হোক মুখরিত,
জীবন উঠুক জেগে
মৃত্যুর ঊষর শ্মশানে
এসো মুখোমুখি হই আর একবার।

আমি চেয়েছিলাম

সামিম জামান

আমি চেয়েছিলাম.... বজ্র ধ্বনি হতে,

থাকতে চেয়েছিলাম.... বঞ্চিত মানুষের পাশে||

আমি চেয়েছিলাম..... বজ্র ধ্বনি হতে,

থাকতে চেয়েছিলাম বঞ্চিত মানুষের পাশে ||

দেখেছিলাম একটি স্বপ্ন

এই পৃথিবীতে বঞ্চিত যত রত্ন
তাদের আলো করে তুলবোই তুলবো
আর মরার আগে একটি বার বলবো.....
আমি ফালতু নয়....
ফালতু শব্দটি আমার সাথে নয়
আমি শিখেছি বাঁচার মানে
আমার হয়ে কেউ হাসবে পৃথিবীর এক কোনে ||

আমি চেয়েছিলাম পৃথিবী হোক অশ্রুহীন

মানবতার জয়গান হোক প্রতিদিন

সারা পৃথিবী ময়.....

যুদ্ধের দামামা নয়.....

ভালোবাসার বাণী

ছড়াতে চেয়েছিলাম আমি.....

হোক গণতন্ত্র,কিংবা রাজতন্ত্র,

কিংবা একনায়কতন্ত্র,

 শাষকের থাকুক শুধু ভালোবাসা নামক বাদ্যযন্ত্র ||

আমি চেয়েছিলাম পৃথিবীটা হোক শিশুর

শাষকের শাসনে থাকুক .....শুধু ভালোবাসার সুর ||

আপনিও কি শখের ফটোগ্রাফার। তবে ছবি তুলুন আর পাঠিয়ে দিন, আপলোড করবো আমরা।

আর্ট গ্যালারি

শিল্পী – রানাদীপ দে সরকার

আফস্পার আস্ফালন ও শর্মিলা চানু

আলি মোস্তাফা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংবাদমাধ্যমের উপেক্ষা

কিন্তু এত কিছু সত্বেও আরও একটি ব্যাপার উঠে আসে। তা হল সংবাদমাধ্যমের উপেক্ষা। আন্না হাজারে বা বাবা রামদেব মাত্র কয়েকদিন অনশন করেই সংবাদের শিরোনামে আসেন।

কিন্তু শর্মিলার খবর থেকে যায় ভেতরের পাতাতেই, ছোট্ট করে, যাতে পাঠকরাও উপেক্ষা করে। গত একদশক তার কথা প্রায় চাপাই থেকে যায়। কিন্তু আন্না হাজারের অনশনের পর শর্মিলার সম্পর্কে কিছু 'টুকরো খবর' প্রকাশ করে তাদের দায়িত্ব পালন করে। অনশনের শুরুতেই যদি সংবাদমাধ্যম গুরুত্ব দিত তাহলে হয়ত এতদিনে 'আফস্পা' প্রত্যাহৃত হত।

.

অবশ্য শুধু উপেক্ষাই নয়, কোন কোন সংবাদমাধ্যমে তার সম্পর্কে এমনভাবে খবর পরিবেশিত হয়, যেন তিনি ভারতের শত্রু। আন্না হাজারের অনশনের সময় তার নাম সংবাদমাধ্যমে আবার আসতেই কয়েকটি প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম তার 'প্রেম' সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করে তার আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করে।

কেন এ বঞ্চনা?

কিন্তু আদৌ কি প্রয়োজন ছিল আফস্পার? কেন সেনাবাহিনীর দায়মুক্তির এই পথ? আর কেনই বা শুধুমাত্র মণিপুর আর কাশ্মীরের জন্য এই আইন? অথচ কেন্দ্র সরকারের তথ্য অনুযায়ী দেশের সবচেয়ে সন্ত্রাস কবলিত রাজ্য হল ছত্তিসগড় ও ঝাড়খণ্ড। কিন্তু এসব রাজ্যে কখনও আফস্পা বহাল হয় না। কেন? এই দুটি রাজ্য দেশের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত বলে? এমনকি উত্তরপূর্বে

কোন বিস্ফোরণ হলেও সেটা নিয়ে দেশ তোলপাড় হয় না, যতটা মূল ভূখণ্ডে হলে হয়। মূল ভূখণ্ডের তুলনায় ভয়াবহ ও বেশী মানুষ মারা গেলেও সেটা ভেতরের পাতায় ছোট্ট করে স্থান পায়। আর আমরাও ওখানকার কে মরলো কে বাঁচলো তা নিয়ে বিশেষ ভাবি না। তবে কি মণিপুর আর কাশ্মীর ভারতের উপনবেশ? এটা কি সত্য নয় যে, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র' তার দেশের একটা অংশে ঔপনিবেশিক শাসন বজায়

রেখেছে? গনতন্ত্রের গ-ও নেই সেখানে। আছে শুধু আধিপত্যের আস্ফালন,আফস্পার আস্ফালন।

অবশেষে অনশন প্রত্যাহার এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা

দীর্ঘ ১৬ বছর অবশেষে অনশন প্রত্যাহার করলেন শর্মিলা চানু। আগামী মণিপুর নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন। নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়তে চান বলেও তিনি

জানিয়েছেন। ২০১৪ সালেই শর্মিলার সামনে রাজনীতিতে নামার প্রস্তাব এসেছিল। আম আদমি পার্টি তাঁকে টিকিট দিতে চেয়েছিল। তবে শর্মিলা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতে নামলেও, তিনি যে এ বারও কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে ময়দানে নামতে চাইছেন না, শর্মিলা তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন।

(শেষ)

ফড়িং কথা

শীত পড়তেই বনের থেকে বেরিয়ে আসছে নানা বন্য জীব জন্তু। ফলে তাদের সংঘাত বাড়ছে মানুষের সাথে। এর কারন কিন্তু নির্বিচারে গাছ কাটা, সমস্যা তো অনেক আছে এর সমাধান কি ? নতুন করে বৃক্ষরোপণ পথ দেখাতে পারে, এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। হাতি, বাঘ ও অন্য প্রাণীদের চলার পথে লেবু জাতীয় গাছ লাগাতে হবে।

বন দপ্তরকেও উদ্যোগ নিতে হবে এই ব্যাপারে, সাধারন মানুষও পাশে থাকবে।

"পায়ে পায়ে আমাদের সকল এর প্রিয় নেট ফড়িং আজ ১৪ সংখ্যায়। এভাবেই হাত বাড়ানো থাক সকলের আর ফড়িং এর বিচরণ চলুক সর্বত্র।"

বিনীত- টিম নেট ফড়িং

➢ এক-নজরে গোটা সপ্তাহ

- ➢ মিস ইউনিভার্স হলেন দক্ষিন আফ্রিকার ডেমি লে নেল।
- ➢ জিম্বাবোয়ে তে নতুন রাষ্ট্রপতি হলেন এমারসন।
- ➢ পেশোয়ারে কলেজে জঙ্গি হানায় নিহত হলেন ৯ জন।
- ➢ লোকসভায় প্রথম মহিলা সেক্রেটারি জেনারেল হতে চলেছেন স্নেহলতা শ্রীবাস্তব।

- অভিনেতা শশী কাপুর প্রয়াত হলেন।
- আই এস এল ফুটবল লিগ এ চাপের মুখে এটিকে ।
- শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে জিতলো ভারত।

শীতবস্ত্র দান

আপনার বাড়ির বাতিল হওয়া (ব্যবহার যোগ্য) শীতের জামাকাপড় /কম্বল / জুতো / মোজা /টুপি
দান করুন আমাদের ,আমরা তুলে দেব তাদের গায়ে যারা এই শীতেও খালি গায়ে থাকেন

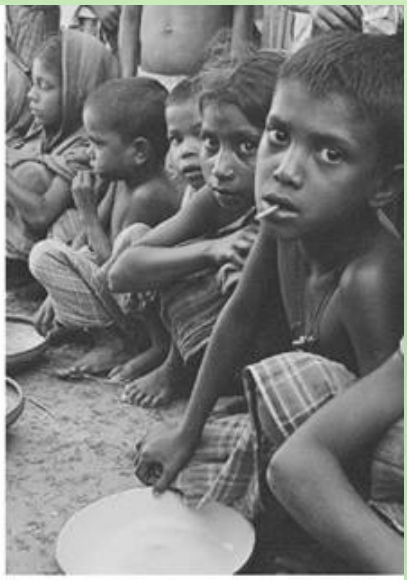

Taught by:

BLOOD DONOR ORGANIZATION

8373014994
9593347777

হারিয়ে যাওয়া একটা দুপুর

দেবদর্শন চন্দ

ওঠা নামায় দিন অব্যাহুতি যাচ্ছে, স্বভাববশত দেরী করে ওঠা রবির রোজ সকাল ৮টার মধ্যেই বাসে চাপতে হয়। স্বভাবতই তাকে উঠতে হয়, অনেকটা সকালেই। চাকরিসূত্রে বাড়ির চেনা গন্ডীর বাইরেই থাকতো রবি। ব্যাচেলার হওয়ায় হোটেলে সামান্য পেট

পুরিয়েই, আপিস কাটাতে হতো তার । মধ্যাহ্ন বিরতিতেও প্রায় অভুক্তই থাকতে হয় তাকে। কাজ শেষ করে বাজার সেরে,ঘরে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যেত রবির। হাত-মুখ ধুয়ে পাড়ার মোড়ে চা পর্ব সেরে ঘরে ফিরতে ফিরতেই অর্ধেক রাত প্রায় গড়িয়ে যায়। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকিয়ে, লেখালিখি বা গল্পের বই নিয়ে বসাটাই ছিলো তার স্বভাব। বন্ধুদের সাথে আড্ডা সেরকম প্রায় হয়েই ওঠে না তার।

খুব বেশী হলে,বড়োজোর মাসে দু-'তিন দিন বলতে পারো। এভাবে দিন গুজরায় তার। বাসে আপিসে ফেরবার সময়,রোজ সে লক্ষ্য করত,পথের ধারে ছেঁড়া,নোংরা বস্ত্র পরিহিত মলিন মুখের এক বয়স্কা বৃদ্ধাকে। বয়স বড়োজোর খুব বেশী হলে,তার মায়ের বয়স আন্দাজে সমান কি দু'এক বছরের বড়ো হবে। অনাহারে,অনিদ্রায় শুষ্ক সে,মাথায় উশকোখুশকো চুল,গা দিয়ে খড়ি উঠতো। সেদিন আপিস যাবার

পথে রাস্তায় কিছু লোকের ভিড় দেখে,বাস থামিয়ে সেখানেই নেমে পড়ে রবি।খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারে,অনাহারে মৃত্যু হয়েছে সেই বৃদ্ধার,যাকে প্রতিদিনিই আপিস যাবার পথে দেখা পেত রবি। অনুশোচনায় আজ সে স্তম্ভিত। এতদিন যা গল্পের বইয়ে আর লোকমুখে শুনে এসেছে আজ চোখের সামনে দেখলো সে। বাড়িটা তার নিরিবিলি জায়গায় হওয়ায় ফুটপাত নেই বললেই চলে। ঘর থেকে দু'পা এগিয়েই

রোজ বাসে চাপতো,নামতো গিয়ে একেবারে আপিসের দোড়গোড়ায়। ফুটপাতে হাঁটা তার প্রয়োজনাতীত। ফুটপাত না থাকায় অনাহারে থাকা মানুষদের দেখা পায় না সে,তাই সেখানে মৃত্যুও দেখতে হয় না বেশী। নইলে দর্শনটা অনেকদিন আগেই হয়ে যেতো। বৃদ্ধার মৃত্যুতে সে স্তম্ভিত,বাকরুদ্ধ।

তড়িঘড়ি করে বাড়ি ফিরে এলো রবি। ফুটপাতের সেই বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যু দেখে সে

অসুস্থ,স্তম্ভিতও বটে। সেই বেদনায় তার কষ্টবোধ হচ্ছে। ধপ করে সে বসে পড়ে চেয়ারে। সে মরমীভূত,এতদিন বৃদ্ধার এহেন অবস্থা দেখেও সে পাশে দাঁড়ায়নি। ঘরে এসে

মনে মনে নিজেকে ধিক্কার জানাচ্ছে রবি,'আমরা কি আদৌ মানুষ?'চোখের সামনে বৃদ্ধার এ পরিণতির সম্মুখীন সকলে হলেও,কেউই পরিস্থিতির ভারে জড়াতে চায় নি। কিঞ্চিত সময় অব্যাহুতির পর,রবি কলতলায়

গিয়ে দরজার খিল মারে। বমি করে উগড়ে দেয় সকালের খাবার।চোখে-মুখে জল দিয়ে ঘরে এসে চেয়ারে বসে রবি। টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে জগ থেকে গ্লাসে জল ঢালতে ঢালতেও আনমনে শূন্যদৃষ্টে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলো সে। গ্লাস ভরতি হয়ে জল উপচে পড়লো টেবিলে।ফুটপাতের বীভৎসতা দেখে সে বুঝেছিলো,কত কষ্ট হয় অনাহারে মৃত্যুতে,কি করূণ সে যন্ত্রণা। নিজের অন্তরদ্বন্দ্বে সে

ক্ষতবিক্ষত। না খেয়ে মরবার কষ্টটা-ই বা কি রকম,মনে মনে আতরাচ্ছিলো রবি। ক্ষুধার যন্ত্রণার চাইতে মৃত্যু যন্ত্রণা কি বেশী কষ্টের?

কিছুদিন ধরেই মুখখানা তার শুষ্ক,ভাবাবেগে আপ্লুত। জ্বর হলে মুখখানা যেমন বিমর্ষ দেখায়,তেমনি লাগছিলো রবিকেও। পরের বেশ কিছুদিন রাতে তার ঘুম আসে নি। আপিসেও সে যেন অনিয়মিত। দেরী করে আসে,কাজে ভুল

করে,তাড়াতাড়িই বের হয়ে যায় আপিস থেকে। এরপর রবিকে দেখা যেত ফুটপাতে,ডাস্টবিনে পড়ে থাকা নোংরা মানুষগুলোর খুব কাছাকাছি। ভোর চারটে থেকে যারা বসে থাকে,একটু খাবারের খোঁজে, রবি তাদের জন্যই পাড়ায় পাড়ায় লঙরখানা খোঁজে। নেশায় আচ্ছন্ন,অর্ধচেতনা,মানুষগুলোর অভিজ্ঞতার কাছে, কথার মারপ্যাঁচে হার মানে রবি।মানসিকতা ধীরে ধীরে লোভ

পাচ্ছিলো তার। পরনে দামী পোষাক-ও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিলো রবির। দামী পাঞ্জাবী,সার্ট -প্যান্টের বদলে আসে ছেঁড়া ধুতি,ন্যাকড়া,হাওয়াই চপ্পল। গায়ে তার মাটি-জামা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মুখ ঢেকে যায় তার দাড়িতে। পথে আরো দশজনের সাথে বাটি হাতে বসে থাকতে দেখা যায় রবিকে। নেশাচ্ছন্ন রবি জীবনযুদ্ধে শেষ হয়ে যায় ধীরে ধীরে.....

একটি না-কবিতা

সঞ্জয় সোম

আমাদের শব্দ হউক তীরের ফলা
লক্ষ্য হউক সুনির্দিষ্ট
নিরঙের পোশাক পরে ভেঙেছি শিবির
ছুঁড়ে ফেলেছি নিজস্ব আবেগ
সংহত করেছি সমূহ ক্রোধ
আমি চেতনাহীন না
তোকে পাশে নিয়ে

পশু নিধনে ছেড়ে দিলায় শব্দতীর ঠেকা আঘাত

SAFE DRIVE SAVE LIFE

পথে চলতে প্রতিদিন

নেট ফড়িং

লেখকের চোখে

বইমেলা এবং বইমেলার আঙ্গিকে কিছু কথা:

বইমেলায় প্রকাশ হচ্ছে নেট ফড়িং আয়োজিত বইমেলার বিশেষ সংখ্যা ও নির্বাচিত অনুগল্প এর বই। প্রতি বছর সপ্তাহ জুড়ে মেলা থাকলেও এবার যেন আরোও বেশী কিছু। মেলা এবছর চলবে ৮ দিন জুড়ে।জানুয়ারীর ৪ তারিখে শুরু হচ্ছে বহু প্রতিক্ষিত সেই মেলা।

(বিঃ দ্রঃ - অনুরোধ সাপেক্ষে ম্যাগাজিনে লেখা পাঠানোর সময় বাড়িয়ে ১৫ই ডিসেম্বর করা হল।)

- আপনিও কি শখের ফটোগ্রাফার। তবে ছবি তুলুন আর পাঠিয়ে দিন, আপলোড করবো আমরা।

বেরোচ্ছে নেটফড়িং-এর বইমেলা সংখ্যা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১০০০ কপি বা তারও বেশি সংখ্যক কপি ফ্রি-তে বিলি করা হবে।

আপনারা আপনাদের ব্যবসা বা সংস্থার বিজ্ঞাপন দিতে পারেন নেটফড়িং-এর বইমেলা সংখ্যায়।

যোগাযোগঃ 9734176325, 7908076073

"শহর জুড়ে যেন"

"Camera-man of the week"-অরিত্র কুমার সরকার

“Camera-man of the week”

আপনিও পাঠান ছবি, পরবর্তী সংখ্যায় আপ লোড করবো আমরা।

সময় পেলেই কি হাতে তুলে নিতে ইচ্ছে করে ক্যামেরা, তবে ছবি পাঠিয়ে দিন। আপনিও হতে পারেন “Camera-man of the week”

নীতিকথা

রাজা বৈদ্য

বেদনা আছে বলেই আমি কাজের শক্তি পাই,

যন্ত্রণা আছে বলেই এগিয়ে যাই,,

সমবেদনা আছে বলেই সকলের পাশে থাকি,

সহনশীলতা আছে বলেই কষ্ট সহ্য করি,

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি

মহিতে।
ছুটতে গিয়ে পড়ে গেছি,
কিন্তু শিরদাঁড়া ভেঙ্গে যায় নি।
আবার উঠে দাড়াবো,
আর লক্ষে পৌছাবো।

সামাজিক যেকোনো বিষয়ের
প্রতিবাদে কলম ধরতে চান
উপেক্ষিত সব জায়গায়, তবে
আমরা আছি আপনার পাশে।

বিরহের অবভাস

আবির গাঙ্গুলী

উচ্চাকাঙ্খীত এক দিনের কথা; আমি প্রিয়তমা অর্থাৎ (ভালোবেসে ডাকা কোনো এক নাম) -কে আমার অন্তরের প্রস্ফুটিত কথাগুলো শব্দের আকারে প্রকাশ করতে পারিনি। তখন আমি বুঝেছি নিজের থেকে বেশী কাউকে ভালোবাসলে; "ভালোবাসা" শব্দটির তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। মুখস্বপুস্তক

(Facebook) হোক আর যাই হোক,প্রেম মানে কোনো বদ্ধ পরিকর পরিবেশ নয়,কোনো অন্তর্জালিক ব্যবস্থা নয় ও কোনো চ্যাটিং এ কথোপকথন নয়। দুটি মনের ছোট্ট একটি মিল বন্ধনের স্বল্পমাত্র উদ্দেশ্যকেই প্রেম বলে। আবার,প্রেমের অর্থ প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেক রকম তাইপ্রেমের কোনো আক্ষরিক অর্থ নেই। প্রেমের শীর্ষতর অর্থ জেনেও আজ প্রেমের ভাবরসে মলীন হতে চাইছি না। হয়তবা চাইনা তোমার

সেই উদ্দেশ্যহীন কথার সাথে হাতছানি পেতে। এখন আমি একাই আছি নেই শুধু তুমি আর নেই তোমার আত্মবিলাপ। মুহূর্তের মধ্যে যেন ঝংকার দিয়ে ওঠে হৃদয়ের সাথে সঞ্চিত শত শত কোষের দ্বারা আবৃত ব্যর্থতার পুস্পমুকুল। হারিয়ে যাওয়া পথের প্রান্তরে এক উদ্দীপ্ত স্বপ্ন ভাসে,ফেলে আসা দিনগুলিকে ফিরে পাওয়ার আশা আসে; সেইসব স্মৃতিঘেরা দিনগুলি নিজের সাথে ফিরে পাওয়ার

আশায় স্বপ্ন কেন মাঝে আসে। শুন্য ঘরে একলা আমি ফুরিয়ে ফেলেছি কত বেলা জীবনের ভাঙা-চোরা পথকে করতে পারিনি অবহেলা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম সেই নীল দিগন্তের দিকে,কখনও মেঘ,কখনও বা বৃষ্টি,কখনও আলোর তাপের ঝলসানো রুটি।

ম্যাডাম আপনাকে'ই বলছি

মানবেন্দ্র চন্দ

কড়ি মালায় সেজেছ তুমি ,
চোরা - দৃষ্টিতে তাকিয়ে...
বিচিত্র রং নেই ঠিক ই ,
কালো প্রসাধনী লাগিয়ে ;
মিষ্ট আননে চেয়ে দেখছ ,
কবরী সমূল ছড়িয়ে... !!!

আর ! করছ, অস্পৃশ্য সমাজে ,
একফোঁটা ঐক্যতার খোঁজ...।।

কলমগুলি গর্জে উঠুক

আলি মোস্তাফা

কলমগুলি গর্জে উঠুক,
সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে।
নীরবতা ভঙ্গ হোক,
বিপ্লব হোক সশব্দে।
অত্যাচারীর অস্ত্রশস্ত্রের
ঝলসানিটা বন্ধ হোক।
নিদ্রা থেকে ওঠো জেগে ,
খুলুক এবার তোমার দুচোখ।

এদেশ তোমার, এদেশ আমার,
স্বাধীন দেশ ভারতবাসীর।
ভারতমাতা অসুখে পড়েছে,
দাপট এখন সন্ত্রাসবাদীর।
নিত্যনতুন হুমকিধমকি,
কাঁপছে ভয়ে দলিত-মুসলিম,
পিটিয়ে হত্যাও বৈধ এখন,
মদত দিচ্ছে অনেক জালিম।
আইনশৃঙ্খলা কিছুই নেই,
বিচারব্যবস্থাও তথৈবচ,
খুনীরাও আজ চাকরী পায়,

ওরাই এখন সবার বস্।
ওদের পক্ষেই প্রচার করে,
দেশের কিছু সংবাদপত্র,
জনগণের কেউ নয় এরা,
সন্ত্রাসবাদীদের মুখপত্র।
চুপ রয়েছে বুদ্ধিজীবী,
বুদ্ধি বিক্রি করে যারা,
রক্ত ঝরছে চতুর্দিকে,
চুপ রয়েছে তবুও তাঁরা।
এবার তবে এগিয়ে আসো
বিবেকগুলি আজই জাগুক,

তোমার-আমার-সবার এবার,
কলমগুলি গর্জে উঠুক।

পুনশ্চ

প্রতিবারই নতুন চমক নিয়ে আসবে নেটফড়িং সেই কথা দিলাম। এই পত্রিকা আপনাদের সবার তাই প্রসংশা, সমালোচনা,

দাবি-দাওয়া, মন্তব্য সবই জানাতে পারেন। কবিতা, অনু-গল্প, প্রবন্ধ, ছবি ইত্যাদি জমা দিন শুক্রবার এর মধ্যে।

যেইল করুন sealbikram9@gmail.com এ, Whats app করুন 7501403002 এই নম্বর এ। আমাদের ফেসবুক পেজ এর লিঙ্ক https://facebook.com/netphoring